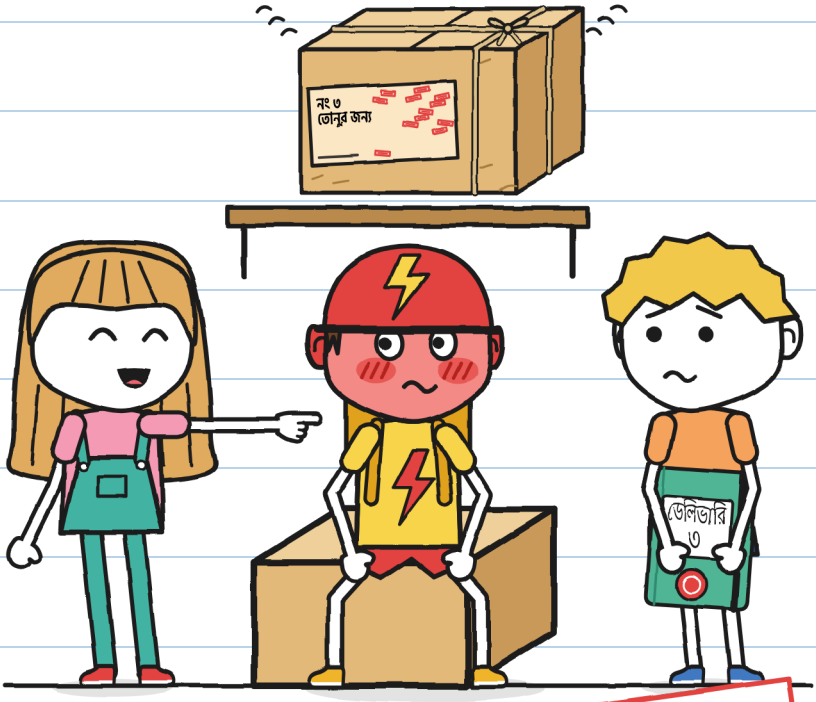
অসম্ভব ডেলিভারি · ৩

ফেরত পাঠান, প্লিজ

LinguAula



(গুনির)

সাইজ XS
প্রথম পড়া · ৫+

অসম্ভব ডেলিভারি · ৩
ফেরত পাঠান, প্লিজ

লেখা ও ছবি: LinguAula

সাইজ XS · প্রথম পড়া · ৫+

বাংলা সংস্করণ: LinguAula

প্রথম সংস্করণ: ২০২৬

© ২০২৬ LinguAula · info@linguaula.com

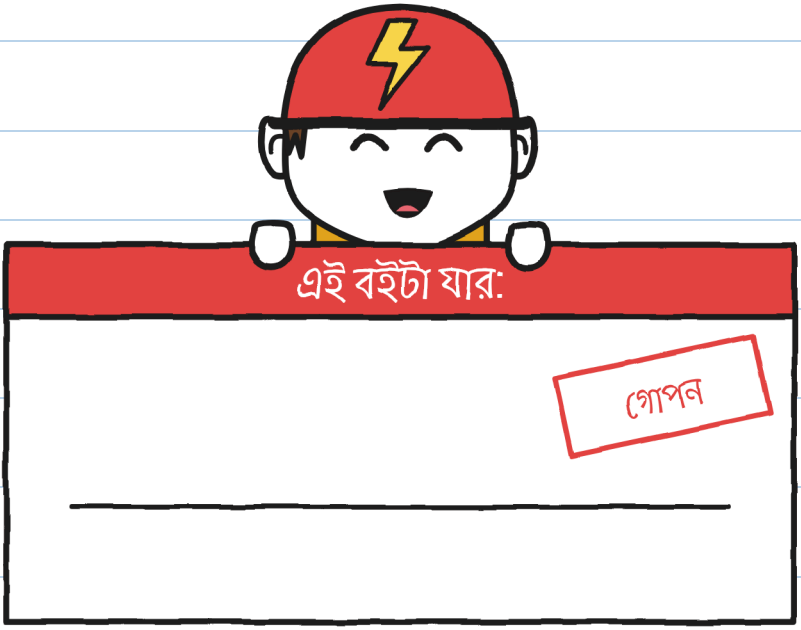
ক্লাসের জন্য আর বাড়ির জন্য নির্দ্বিধায় ফটোকপি করা যাবে।

সিরিজের তৃতীয় বই।

LinguAula

linguaula.com-এ প্রতিটা অধ্যায় নিয়ে কাজ করো

কেউ চোট পায়নি। লাল হয়েছে, হ্যাঁ। -হু.



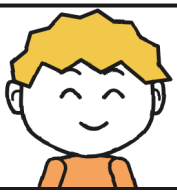
আগে আমি পড়ব। -হু.

যদি এটা পাও, ফিরিয়ে দিয়ো। প্লিজ।

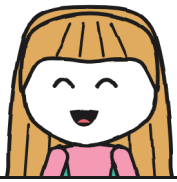
শুধু গল্পে

সত্যিকারের সাইকেল: ৭৬ পাতা। -হু.

কে কে



গুনি জিনিস আঁকে।



তুলিতা সবুজ কালিতে লেখে।



তোনিও লাল হয়।



মারা, জাদুকরী।



জোয়ি ডাকনাম দেয়।



ব্রুনো একবার পাংচার হয়েছিল।



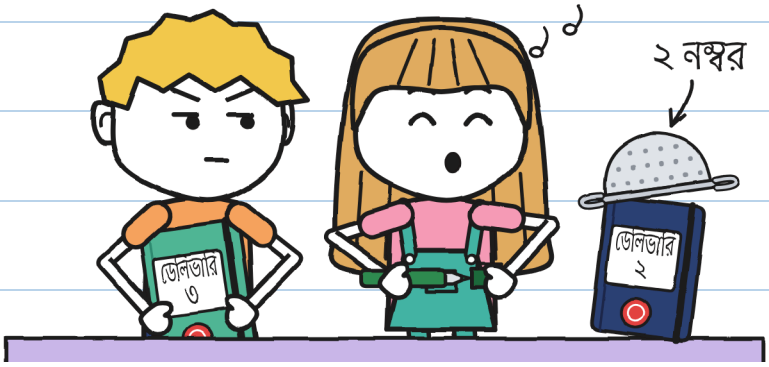
৩ নম্বর বাজে।



র.। নামহীন।

ডেলিভারির খাতা ৩
গুনির

“গোপন ”: আগে আমি পড়ব। -হু.



খাতা ২ শেষ। এটা সবুজ।

হুলিতা আগে লিখেছে।

সাহায্য করতে। ধন্যবাদ লাগবে না। -হু.

আমি সাহায্য চাইনি।

অধ্যায় ১

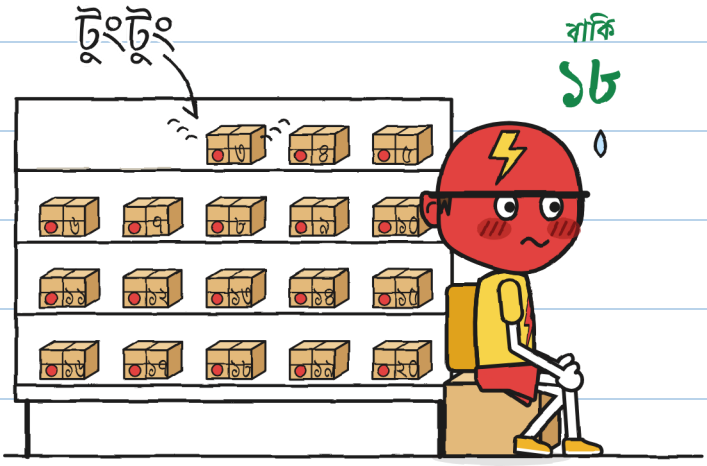
টুংটুং

যে পার্সেল কেউ পৌঁছে দেয়

না, মারা সেগুলো রাখেন।

ঝড়ের রাতে একটা পার্সেল বেজে উঠল।

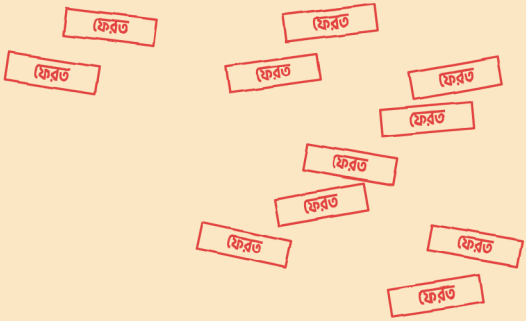
টুংটুং।



সেটা ছিল ৩ নম্বর। তোনিও লাল হয়ে গেল।

সই না থাকলে ফেরত পার্সেল উড়ে
ফিরে যায়। শুধু যে নেয়, তার সই চলে।

নং ৩
তোনুর জন্য



প্রেরক: র.

দুলিতা পড়ল: "তো..."
ও থেমে গেল। তোনিও লাল হয়ে উঠছিল।

অর্ধেক শব্দ পড়লাম। -হু.

তোনিও ভাগে ভাগে লাল হয়।

তোনিওর লাল-মিটার



"ওই পার্সেলটা অপেক্ষা
করতে পারে," তোনিও বলল।
"বিজলির কোনো তাড়া নেই।"
বিজলি এই প্রথম অপেক্ষা করল।

সেই রাতে: ৪। শুধু সবুজ। -হু.

"আজ কিছু খোলা হবে না," মারা বললেন।

আবার বাজল: টুংটুং!

"ওটা দরজা!" হুলিতা বলল।

কিছু না বুঝলে আমি একটা তালিকা বানাই।

টুংটুংয়ের সন্দেহভাজন



দরজা

তোনিওর সাইকেল

রবারের ব্যাঙ

নং ৩

ব্যাঙটা নির্দোষ। -হু.

ফুটপাতে আওয়াজ পরীক্ষা করলাম।

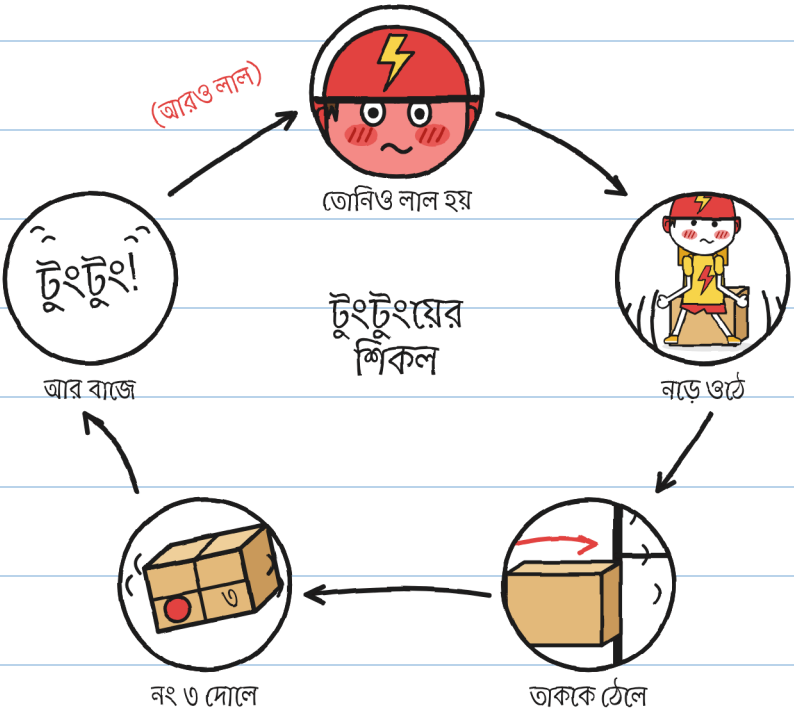
দরজা, বেল, ব্যাঙ: ক্যাঁ-আ-আ-চ, ক্রিং!, পিঁক।



কোনোটার আওয়াজ এমন
ছিল না। তোনিও নড়ে উঠল।

টুংটুং।

তোনিওর বাক্স তাক ছুঁয়ে ছিল।



ওটা জাদু নয়। ওটা তোনিও।

পার্সেলের ভেতরে কিছু একটা বাজে।

আমার মতো। -হু.

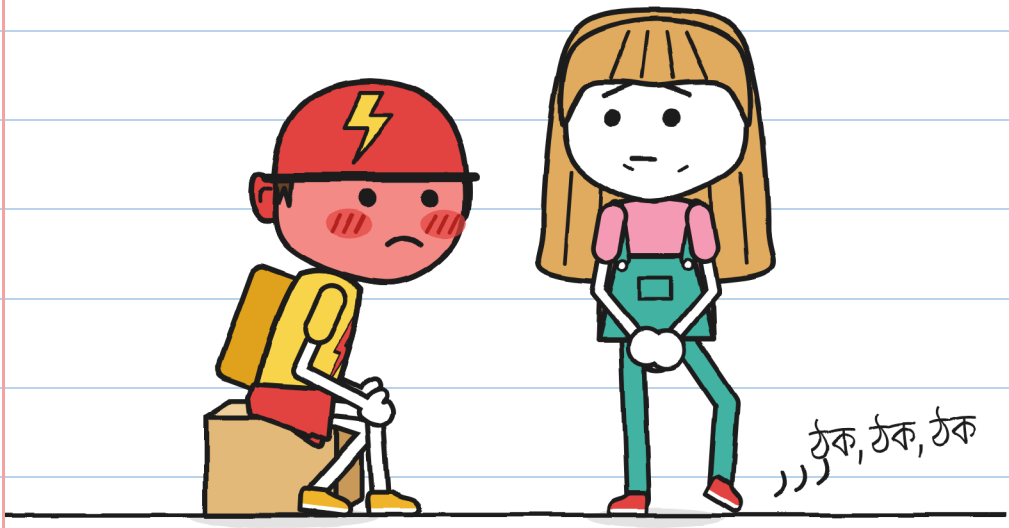
তোনিও ঠিক করল, একদম স্থির
বসে থাকবে। সেটা টিকল এইটুকু:



প্রশ্ন তাক ঠেলে না। -হু.

এটা কিন্তু ঠেলে।

"ওটা আমি ছিলাম," তোনিও
বলল। "ছোটবেলায়।"
হুলিতার অনেক প্রশ্ন ছিল। সে মুখ বন্ধ করল।

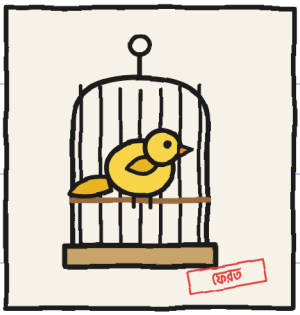


"আর কিছু জিজ্ঞেস করছি না," হুলিতা বলল।
পা নাড়ছিল।

না-করা প্রশ্ন: নয়টা। -হু.

"কেন কখনও পৌঁছে দেননি?"
আমি জিজ্ঞেস করলাম।
"বারোবার নিয়ে গেছি। রাস্তা
নেই, নম্বর নেই, পদবি নেই।"

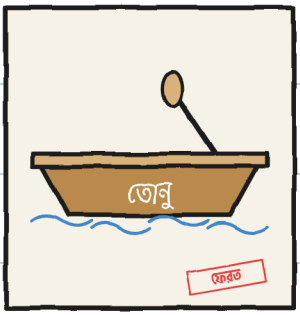
মারার তোনুরা



১. একটা ক্যানারি।
(চলবে না।)



২. দন আন্তোনিও, ৭১ বছর।
("আমার তো ইচ্ছেই আছে।")



৩. খালের একটা নৌকা।
(ওর হাত নেই।)

"আর তোনিও?" হুলিতা জিজ্ঞেস করল।
"ওর নামটা কেউ আমাকে
বলেনি," মারা বললেন।

মারা ৩ নম্বরটা ঢেকে দিলেন।
তোনিওর বাক্স সরিয়ে দিলেন।
"এবার নড়তে পারো।"



তোনিও সাইকেলে চলে যেতে
পারত। সে আবার বসল।

কেউ পিঠের ঠেস চায়নি। -হু.

“কাল আসব,” তোনিও বলল।
“একান্তে। বিজলির কেউ নয়।”



পার্সেলটা তোনিওর। সে কি চায়?

ওকে কীভাবে সাহায্য করতে হবে, আমি জানি। -হু.

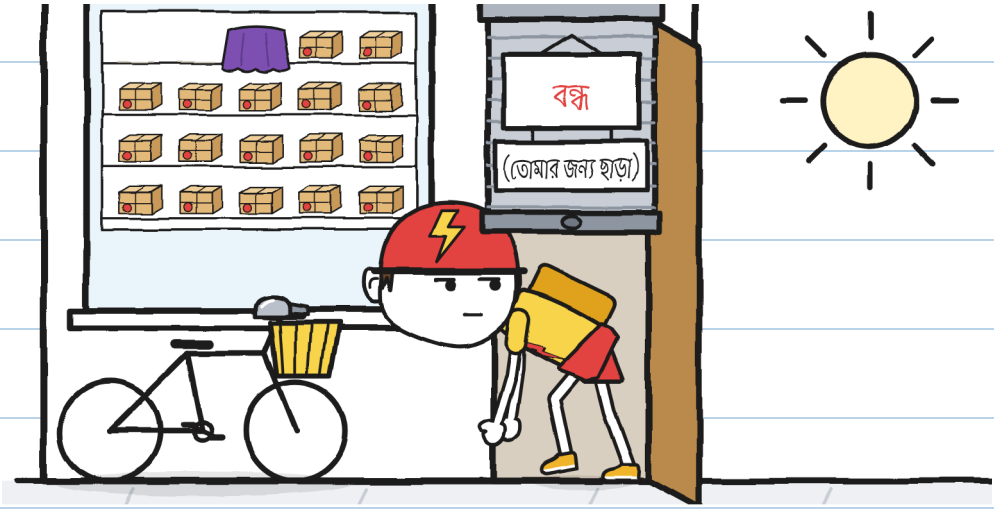
আমার ভয়টা সেটাই।

অধ্যায় ২

আমি হ্যাঁ বলিনি

রবিবার দোকান বন্ধ।

তোনিও এগারোটায় এল। দুদিকে তাকাল। বিজলির কেউ আসছিল না।



আমরা আগে এসেছি। যদি কিছু হয়, তাই। -হু.

মারা ৩ নম্বরটা কাউন্টারে রাখলেন।

"তুমি কি ওটা চাও?"

"আমি হ্যাঁ বলিনি।"

"না-ও তো বলোনি।"

"আমি বলেছি, 'আমি হ্যাঁ বলিনি'।"



সই না করার তিনটে বাক্য। -হু.

তোনিও বাক্সটা ধরল, যেন গরম হাঁড়ি।

টুংটুং।

ছেড়ে দিল।

"ও যদি নিয়ে যায়?" হুলিতা বলল।

"সিলমোহর চলে কালিতে," মারা বললেন।

পৌঁছানো ধরা হবে?		
	তাকানো	না
	ধরা	না
	বাড়ি নিয়ে যাওয়া	না
	কালিতে সই করা	হ্যাঁ

মত মেলে না। -হু.

"এই ডেলিভারিটা তোমাদের," মারা বললেন।

তিনটে শর্ত:

১. বাক্স বন্ধ।

২. তোনিও চাইলে।

৩. চাইলে সই করে।

"আর যদি কখনওই না চায়?"

"তাহলে কখনওই না।"



তোনিও চার মিনিট চুপ রইল। বিজলির হিসেবে প্রায় আধখানা ডেলিভারি।

"আমি এটা নিয়ে যাচ্ছি, বন্ধ অবস্থায়," তোনিও বলল।

"তুমি কি চাইছ?"

"আমিই চাইছি।"

কীভাবে বেরোল, টুকে রাখলাম:

বেরোনোর কার্ড

- ☑ বাক্স: বন্ধ
- ☑ লেবেল: আটকানো
- ☑ চাইছে: তোনিও
- ☐ সই: এখনও না



বাইরে তোনিও ৩ নম্বরটা
ঝুড়িতে রাখল। বাজল: টুংটুং।
তোনিও বিজলির বেলের দিকে তাকাল।
"কী?" হুলিতা জিজ্ঞেস করল।
"কিছু না।"



'কিছু না' মানে 'কিছু একটা'। -হু.

আমি বিজলির দুটো সাইকেল দেখলাম।
"ঝুড়িতে কী?" চেঁচিয়ে বলল একটা মেয়ে।
"একটা ডেলিভারি।"
সে মিথ্যে বলল না। লেবেলটা
নিজের দিকে ঘুরিয়ে দিল।



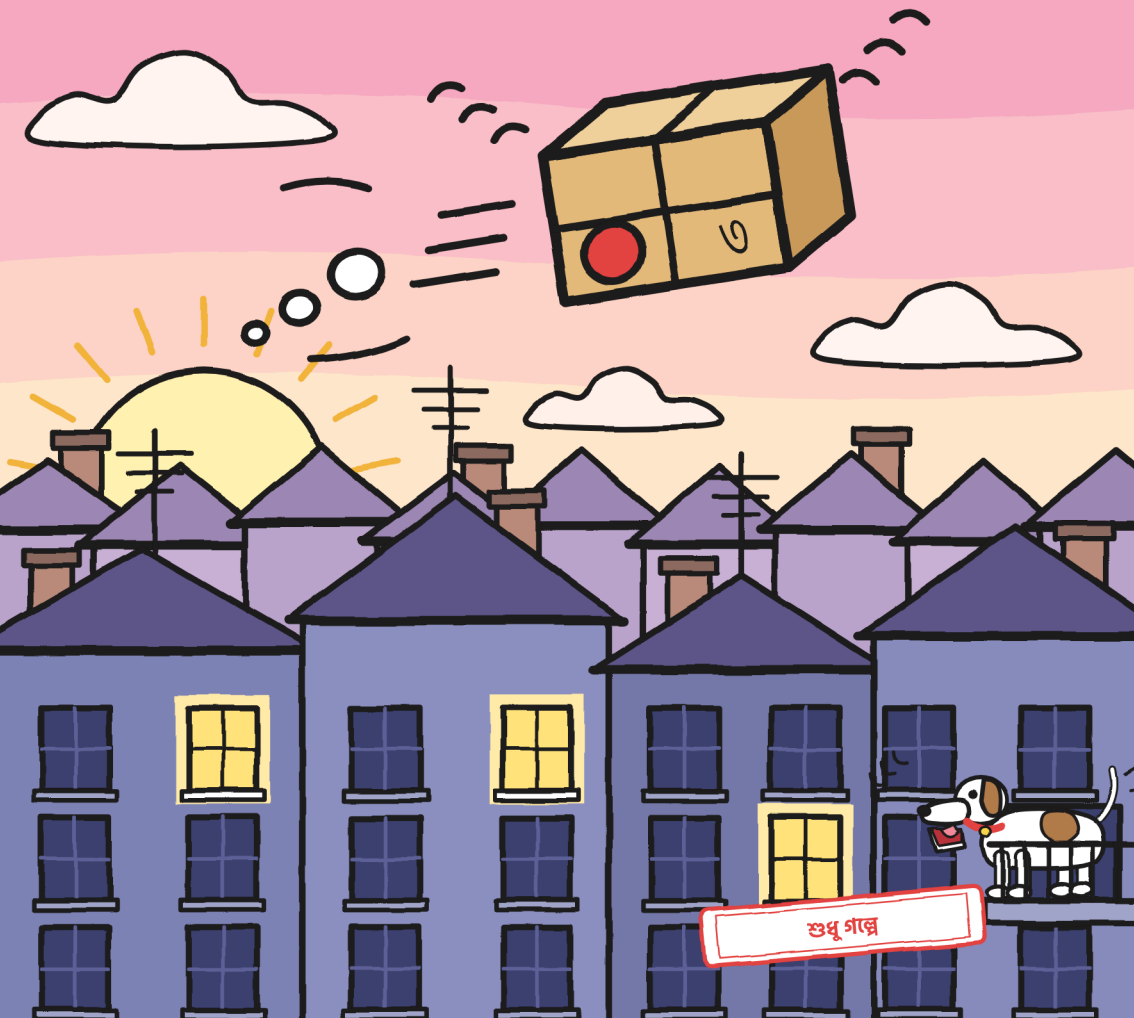
এবার বুঝলাম: বিজলির কেউ নয়। -হু.

সেই রাতে খড়খড়ি তুলে রাখলাম। দেখতে চেয়েছিলাম ৩ নম্বর ফিরে আসে কি না।

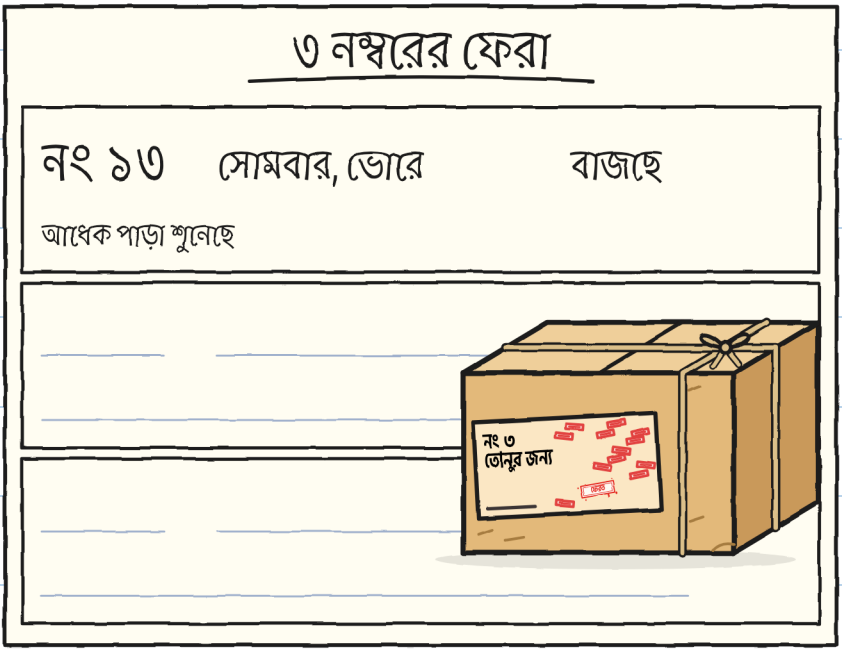
"জেগে আছ কেন?" মা বলল।
"একটা পার্সেলের ওপর নজর রাখছি।"
"রাতের পোশাক পরে নজর রাখো।"



ভোরে ৩ নম্বরের আওয়াজ শোনা গেল।
টুংটুং, টুংটুং, টুংটুং।
ও ছাদের ওপর দিয়ে উড়ে ফিরছিল।



আমরা দোকানে গেলাম। ৩ নম্বর নিজের তাকে ছিল।



"এটা শাস্তি নয়," মারা বললেন। "এটাই নিয়ম। কেউ সই করেনি: ফিরে আসে।"

এখন তেরোটা সিলমোহর। -হু.

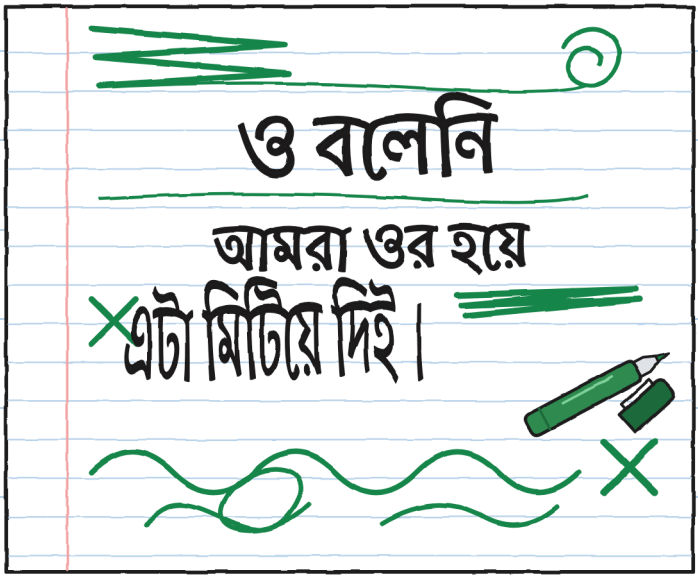
তোনিও ডেলিভারির পর এল। ৩
নম্বরের কথা জিজ্ঞেস করল না।
তোনিও আমাকে বলেছিল:

তোনিও যা বলল



"বাক্স টা বাইরে রেখেছিলাম।"
"কেন?" হুলিতা জিজ্ঞেস করল।
"বাড়িতে সবাই আমাকে তোনু বলে ডাকে।"

"একটা সই-ই সব ঠিক করে দেয়,"
হুলিতা বলল। "দুই সেকেন্ড লাগে।"
আমি খাতা খুললাম। কলম
দিয়ে চেপে চেপে লিখলাম:



আমি একমত নই। -হু.

আমার আরেকটা আইডিয়া আছে। -হু.

অধ্যায় ৩

অটোগ্রাফ

মঙ্গলবার ফুটপাতে একটা টেবিল দেখলাম।



"এটা অটোগ্রাফের স্ট্যান্ড," হুলিতা বলল।

"কবে থেকে?"

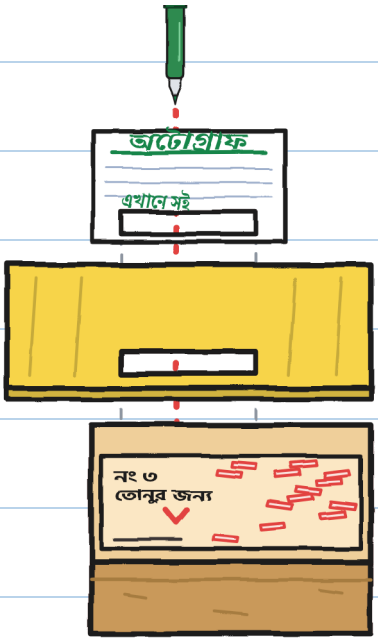
"কাল থেকে।"

স্ট্যান্ডে ছিল ছোট্ট জানালাওয়ালা একটা কাগজ। ওটা ছিল শোয়ানো ৩ নম্বর।

কীভাবে কাজ করে

১. কাগজ

২. টেবিলক্লথ



৩. লেবেল

৪. লেবেলে সই

"আমার মার্কার দিয়ে," হুলিতা খুশি হয়ে বলল। "কাল ৩ নম্বর ফিরবে না। সারপ্রাইজ!"

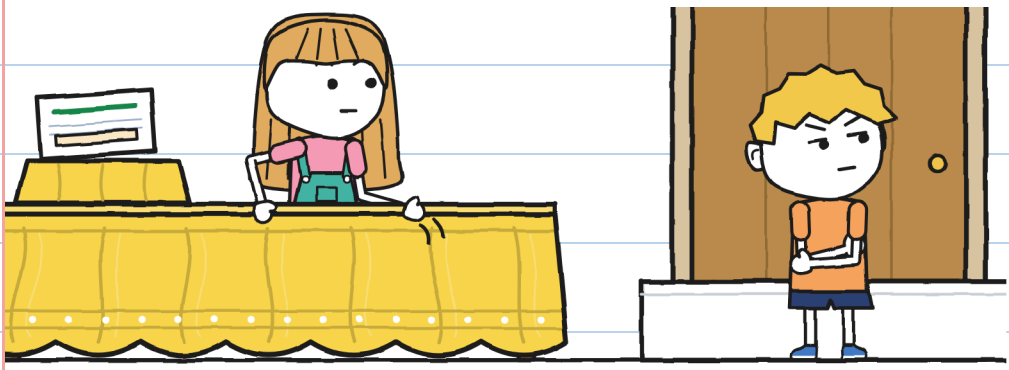
"তোনিও বলেনি," আমি বললাম।

"আর মারা?"

"আমি বলেছি: 'অটোগ্রাফের টেবিল।'"

আমি ওকে ফ্লোরার কথা মনে করিয়ে দিলাম।

"এটা এক নয়," হুলিতা বলল।

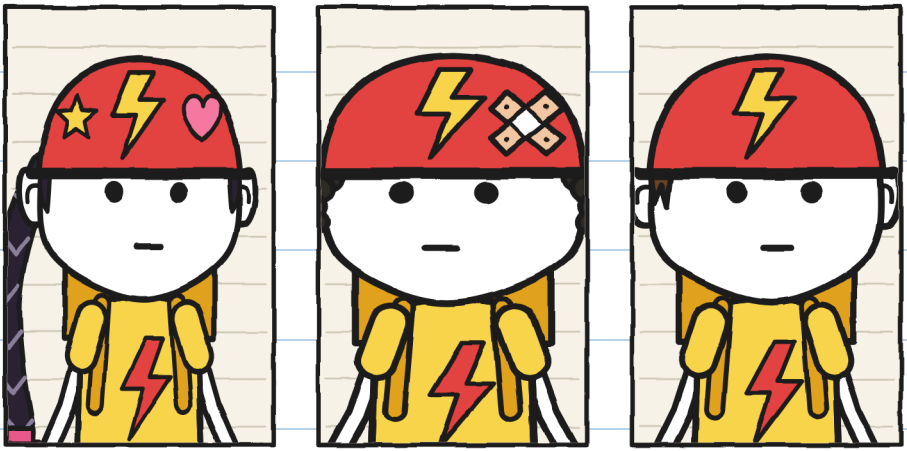


খুব গম্ভীর। একটুও সাহায্য করল না। -হু.

বিজলি পাঁচটা দশে যায়।

ওরা তিনজন, সারি বেঁধে।

বিজলির কার্ড



জোয়ি, "রকেট":
সবচেয়ে দ্রুত।
ডাকনাম দেয়।

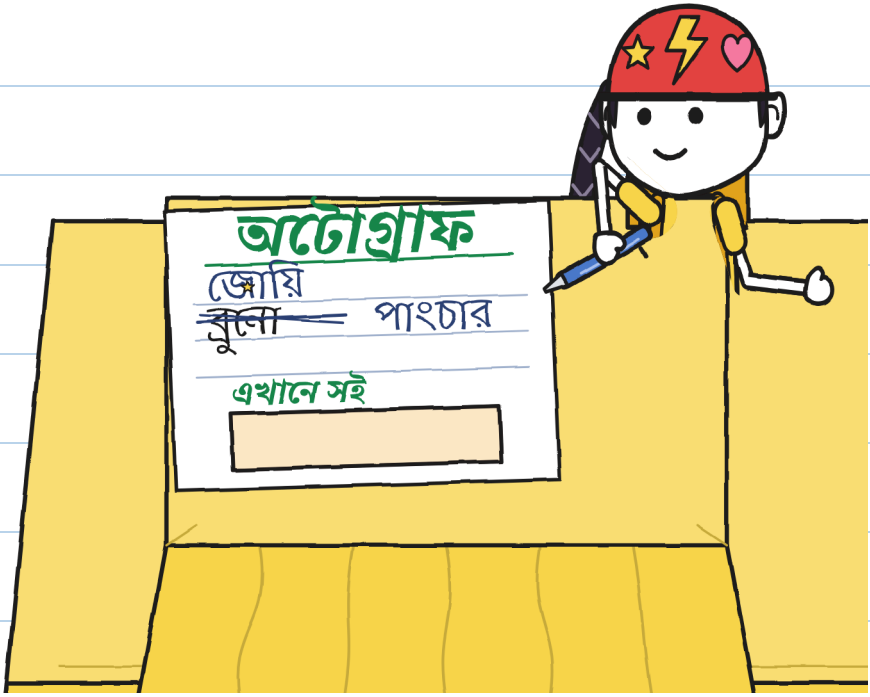
ব্রুনো, "পাংচার":
একবার পাংচার হয়েছিল।
দু-বছর আগে।

তোনিও:
ডাকনাম নেই।
এখনও।

"অটোগ্রাফ? আমাদের?" জোয়ি বলল। ব্রেক কষে নেমে পড়ল।

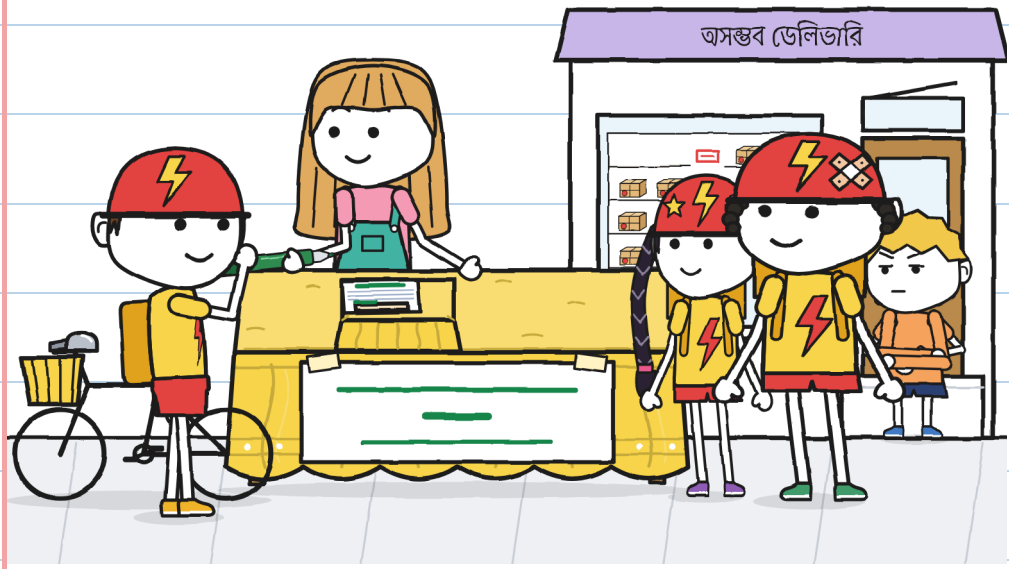
ওদের কাছে কেউ অটোগ্রাফ চায়নি। -হু.

জোয়ি "ব্রুনো" কেটে লিখল "পাংচার"।
"বিজলিতে ডাকনাম কেউ
তোলে না," ব্রুনো বলল।



তোনিও তখনও সাইকেলে।
টেবিলটার দিকে তাকিয়ে ছিল।

"এবার তোমার পালা, তোনিও," হুলিতা বলল।
ওকে নিজের সবুজ মার্কারটা দিল।
তোনিও সাইকেল থেকে নামল
আর সোজা হয়ে দাঁড়াল।

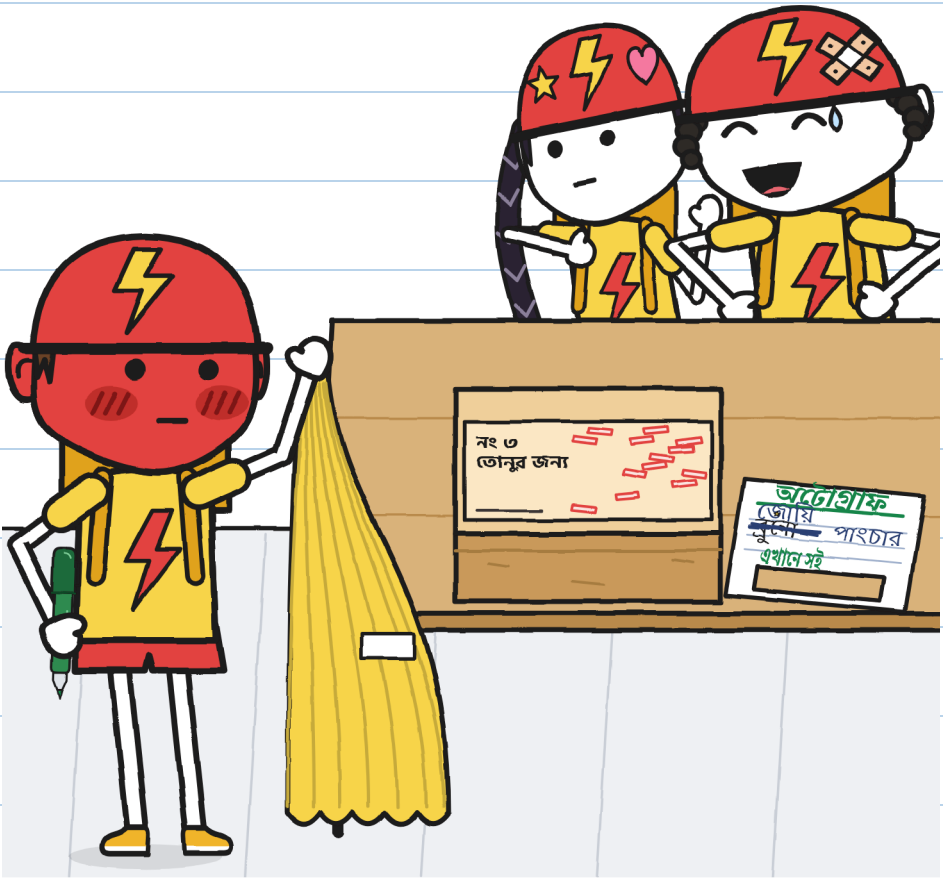


সিঁড়ির ধাপ থেকে সব দেখছিলাম।
আর চুপ করে ছিলাম।

আমি উঠে দাঁড়ালাম।
"তোনিও, দাঁ..."
আমি দেরি করে ফেললাম: টেবিলক্লথের নিচে
কিছু বেজে উঠল।



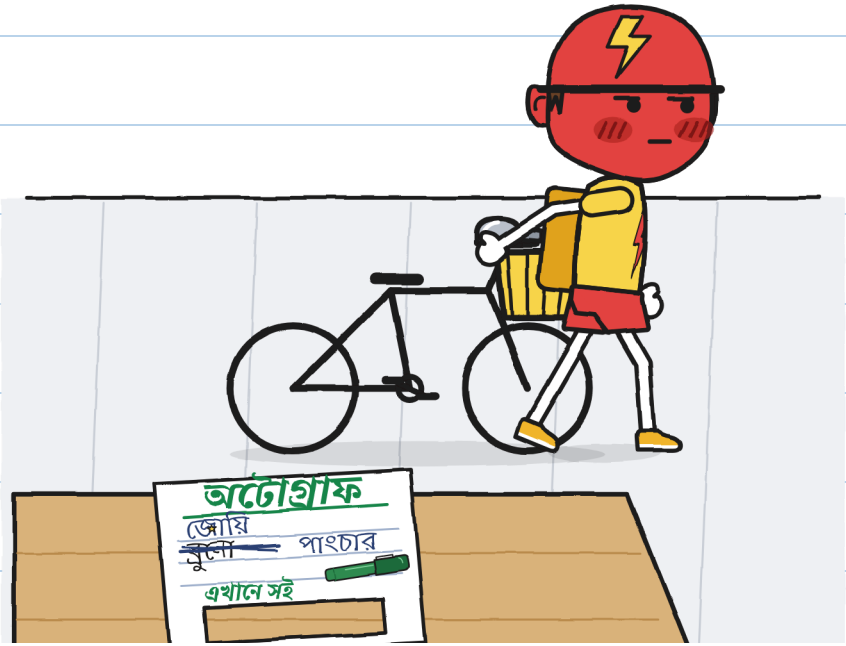
তোনিও টেবিলক্লথ তুলল।



"তো-নু-র জন্য," জোয়ি পড়ল।

"তোনু?" ব্রুনো হেসে ফেলল। জোয়ি না।

তোনিও মার্কারের ঢাকনা
লাগাল। সই না করে রেখে দিল।
"বিজলি ফাঁদে সই করে না।"



ওটা রাগের লাল, লজ্জার নয়।

ওটার কোনো নম্বর নেই। -হু.

মারা ৩ নম্বরটা বেগুনি কাপড়ে ঢেকে দিলেন।
"পৌঁছে যায়নি," তিনি বললেন।
"এটা তোনিওর ব্যাপার।"



ওরা বেল না বাজিয়েই চলে গেল।

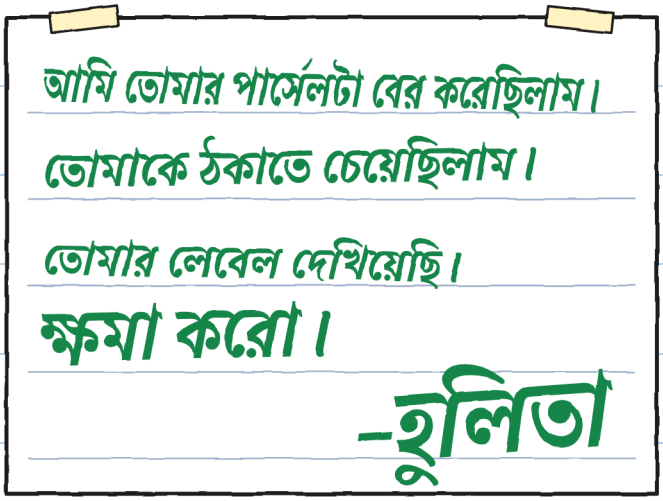
আমি হুলিতাকে গুছিয়ে নিতে সাহায্য
করলাম। দুটো সই আর একটা ফুটো।
"আমি দেরি করে সাবধান
করেছি," আমি বললাম।



হুলিতা মারাকে সব বলল।
"তোনিওকে তুমিই বলবে," মারা বললেন।

বুধবার তোনিও থামল না। হুলিতা
একটা কাগজ হাতে অপেক্ষা করছিল।

ক্ষমা চাওয়া



তোনিও সাইকেলে বসেই কাগজটা পড়ল।
"আমাকে ক্ষমা করবে?"
"আমি পড়েছি।"

আমি পুরো নামে সই করেছি। -হু.

অধ্যায় ৪

একটা ছোট সাইকেল

তোনিও একটা ছোট সাইকেল নিয়ে এল।



ওটা ছোটবেলার সাইকেল।

"আওয়াজটা মনে পড়ছে," তোনিও বলল।

"আমি ৩ নম্বরটা খুলতে চাই।"

মারা আমাদের পেছনের ঘরে নিয়ে গেলেন।

"খোলা মানে সই করা নয়।"

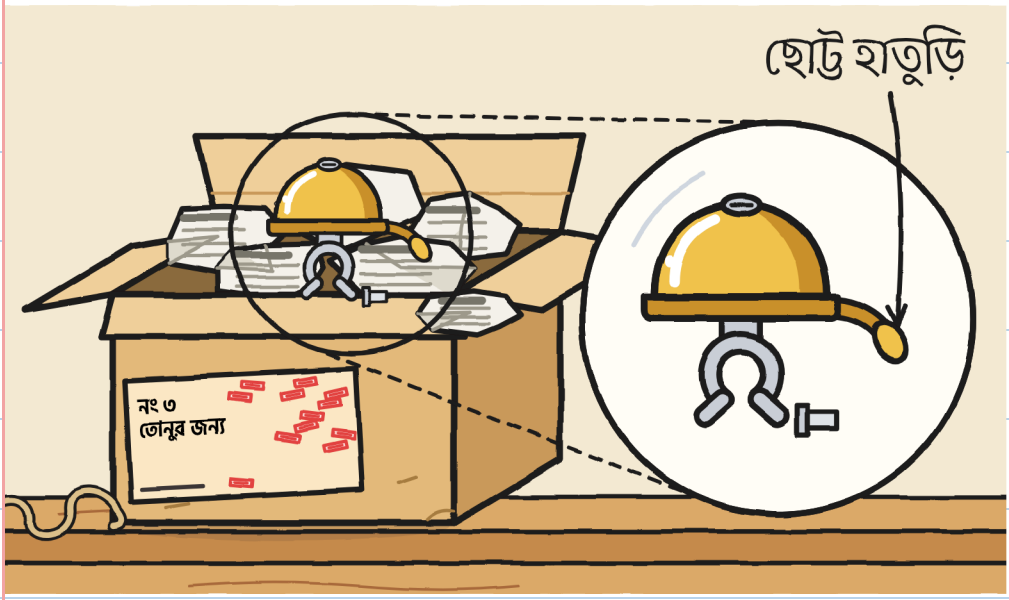


"থাকি?" হুলিতা জিজ্ঞেস করল।

"কিছু ছোঁবে না," তোনিও বলল।

"কিছুই ছোঁব না।"

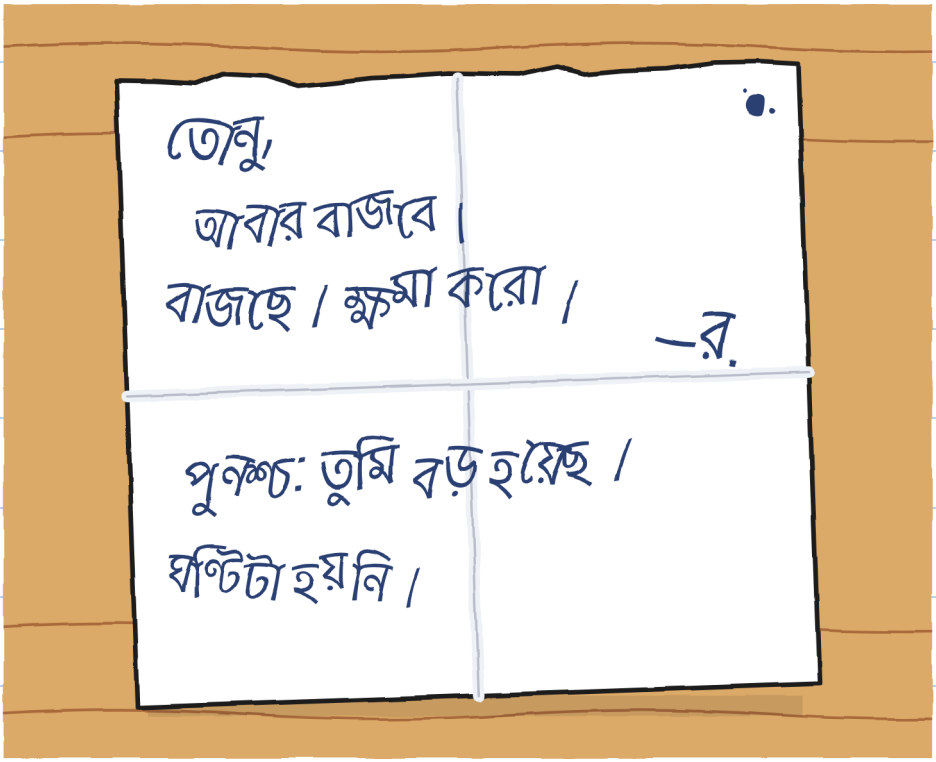
তোনিও দড়িটা খুলল। কাগজের মধ্যে...



সাইকেলের একটা ঘণ্টি, ছোট্ট আর সোনালি।
১ নম্বর কামড়াত। ২ নম্বর
ছুটত। ৩ নম্বর শুধু বাজে।

একটা ঘণ্টি। ভালো লাগল। -হু.

নিচে ভাঁজ করা একটা চিরকুট ছিল।

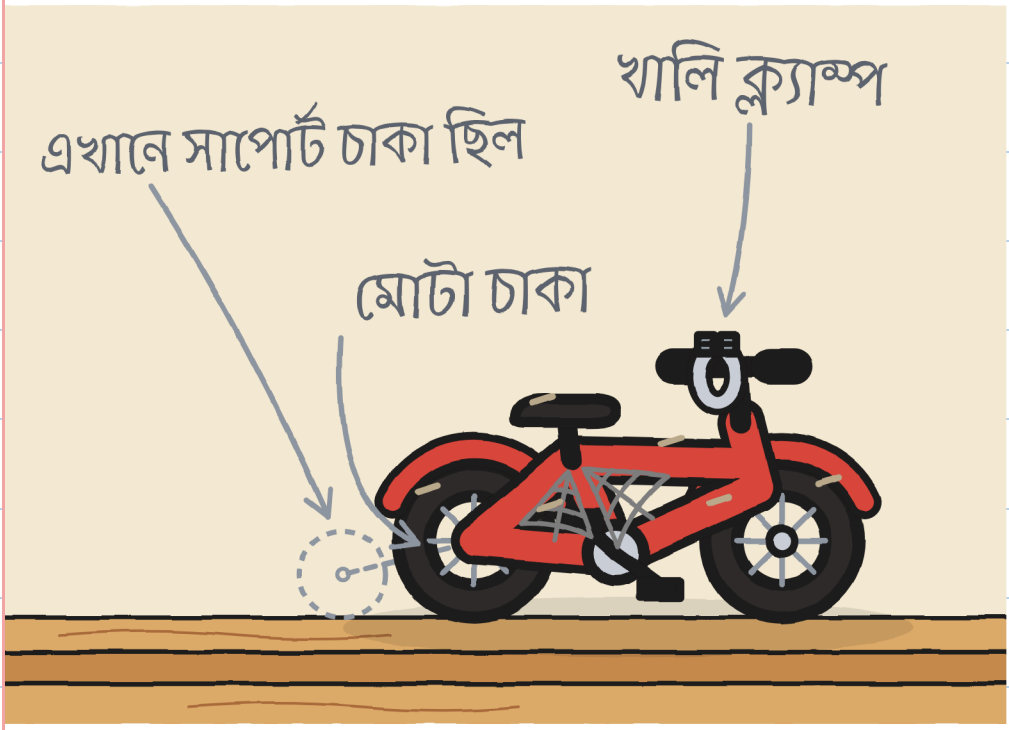


তোনিও ওটা দুবার পড়ল।

"কী বাজে হাতের লেখা," সে বলল।

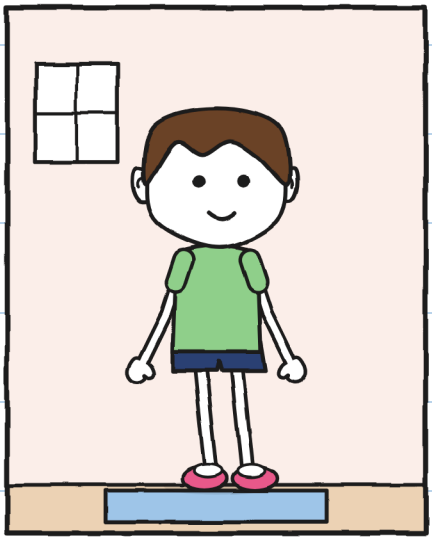
র. দেরিতে কথা রাখে। -হু.

তখন তোনিও ছোট সাইকেলটা টেবিলে রাখল।

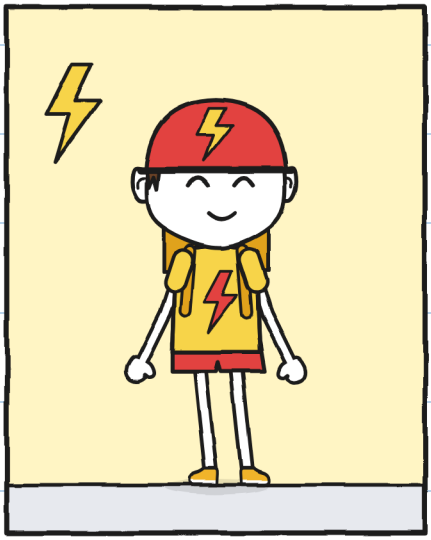


"এটা আমার ছিল, আর বাজত না। কেউ বলল, 'আমি সারিয়ে দেব।' মুখটা মনে নেই।"

"বাড়িতে আমাকে তোনু বলে ডাকে,"
তোনিও বলল। "বিজলিতে তোনিও।
সেখানে ডাকনাম কেউ তোলে না।"



বাড়িতে: তোনু



বিজলিতে: তোনিও

"ব্রুনো আমাকে ছয়বার তোনু
বলে ডেকেছে," তোনিও বলল।
হুলিতা গুটিয়ে গেল।

"এখনও কি ওতে বসতে
পারো?" হুলিতা জিজ্ঞেস করল।
তোনিও বসল।



বসা গেল। মোটামুটি।
মারা প্রায় হেসে ফেললেন। তোনিওও
হাসল। শনিবার থেকে ওকে হাসতে দেখিনি।

লাল-মিটার: ০। -হু.

“লাগাতে হবে না,” আমি বললাম।

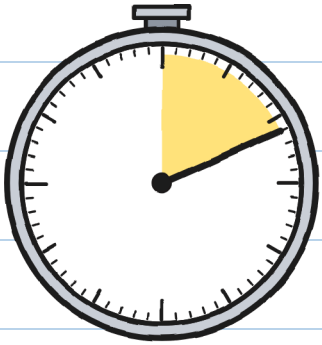
“জানি,” তোনিও বলল।

আমার দিকে এমনভাবে তাকাল,

যেন কথাটা প্রথমবার শুনছে।

হুলিতা এগারো মিনিট চুপ করে শুনল।





১১ মিনিট

এগারো মিনিট। জিভ ঘুমিয়ে গেছে। –হু.

“আমি এটা একা চেষ্টা করে
দেখতে চাই,” তোনিও বলল।
আমরা বেরিয়ে এলাম। তোনিও
পেছনের ঘর বন্ধ করল।
আমি তোনিওর আসন আঁকলাম।



টুংটুং।
এ সেই শনিবারের টুংটুংই। তারপর আরেকটা।

তোনিও ঘণ্টি নিয়ে বেরোল।

"আমি এটা কাল পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছি, সই না করে।"

"ভোরে ওটা ফিরে আসবে," মারা বললেন।



চোদ্দো ঘণ্টা বাকি। -হু.

শুক্রবার, ফেরা নং ১৪ ।

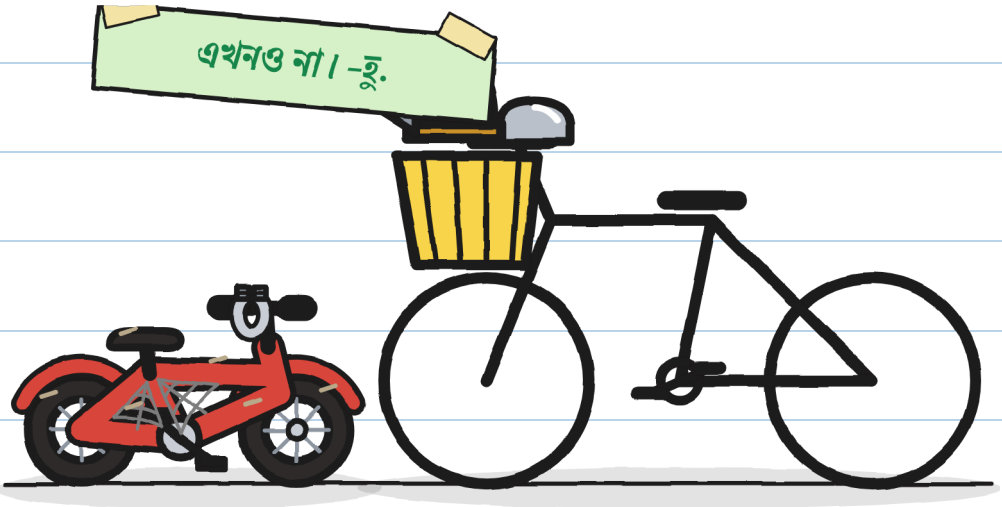
তোনিও আমাকে বলেছিল:



"৩ নম্বর আমার বিছানার পাশের টেবিলে ঘুমিয়েছিল । কাচে ধাক্কা দিচ্ছিল । আমি জানালাটা খুলে দিলাম ।"

কী ভদ্র । -হু.

আমি তোনিওর দুটো সাইকেল
আঁকলাম। ঘণ্টিটা জুড়ে দিলাম।
হুলিতা ওপরে একটা ছোট কাগজ সেঁটে দিল।



আগে এখন

ও ঠিকই বলেছে। এটা আমাকে একটু জ্বালায়।

অধ্যায় ৫

একান্তে

নং ৩ নিজের তাকে ছিল, চোদ্দোটা সিলমোহর নিয়ে। তোনিও দূর থেকে ওটাকে দেখছিল। হুলিতা কিছু বানাচ্ছিল। আমার ভয় করল। ওটা ছিল দুটো বিকল্পওয়ালা একটা কাগজ।



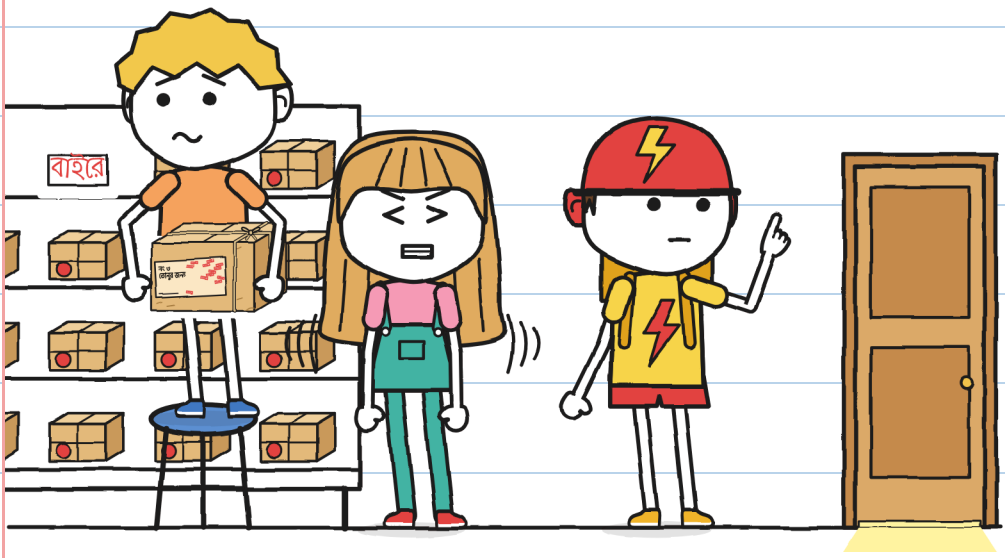
"আমি সই করলে কে জানবে?"

"আমি আর আমার খাতা। বিজলিকে বলব না।"



নাম থাকে ড্রয়ারে। -হু.

"আমি B বেছে নিলাম,
পেছনের ঘরে," তোনিও বলল।
হুলিতা লাফিয়ে উঠল না: আমি
দেখলাম, ও একদম স্থির হয়ে রইল।
"তোমরা দুজনই থাকবে।"



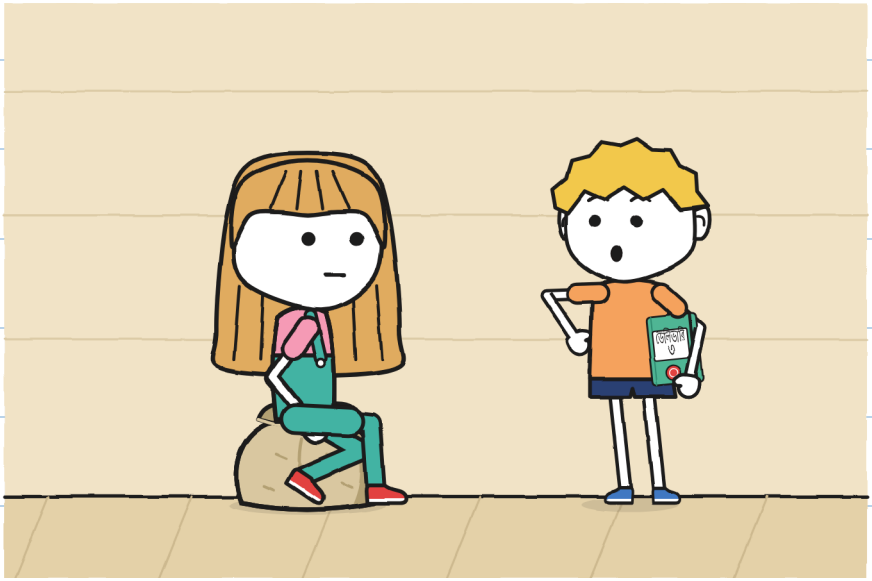
তোনিও ঘণ্টি আর চিরকুটটা বের করল।
"সই করার আগে আমি দেখি, কীসে সই করছি।"
হুলিতা গোলাপি হয়ে গেল,
নিজের টি-শার্টের মতো।



হুলিতা একটা বস্তার ওপর বসল।

"কী করছ?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

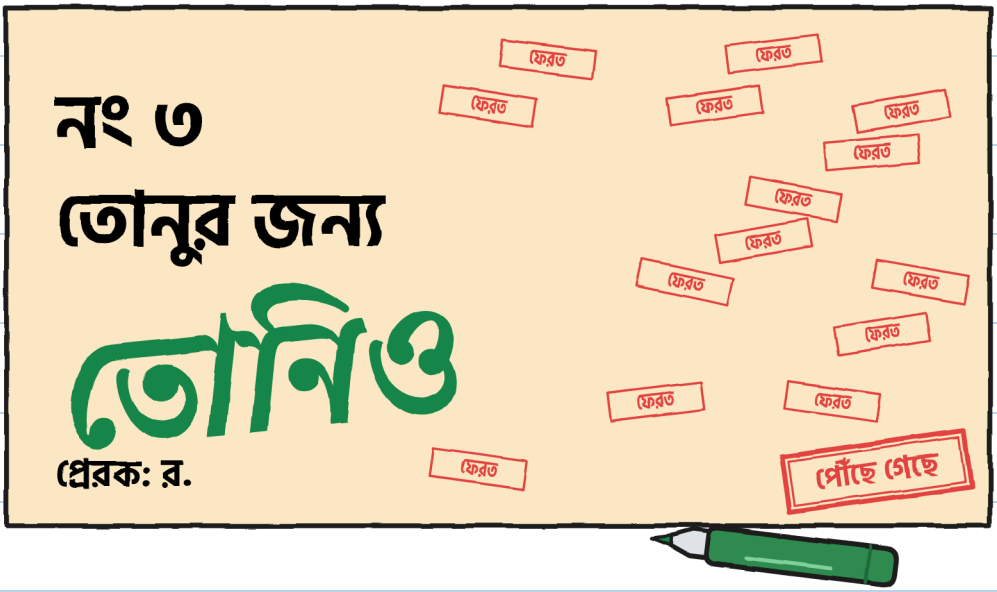
"নিজের হাতের ওপর বসেছি,
যাতে সাহায্য না করি।"



আমি খাতা বন্ধ করলাম।

তারপর ও সবকিছু লিখে রাখল। -হু.

তোনিও মার্কারের ঢাকনা খুলে সই করল।



লেবেলে লেখা ছিল "তোনু"। সইয়ে "তোনিও"।
"সই করে সে, যে পার্সেল নেয়," মারা বললেন।

মারা ডেলিভারিটা লিখে রাখলেন।

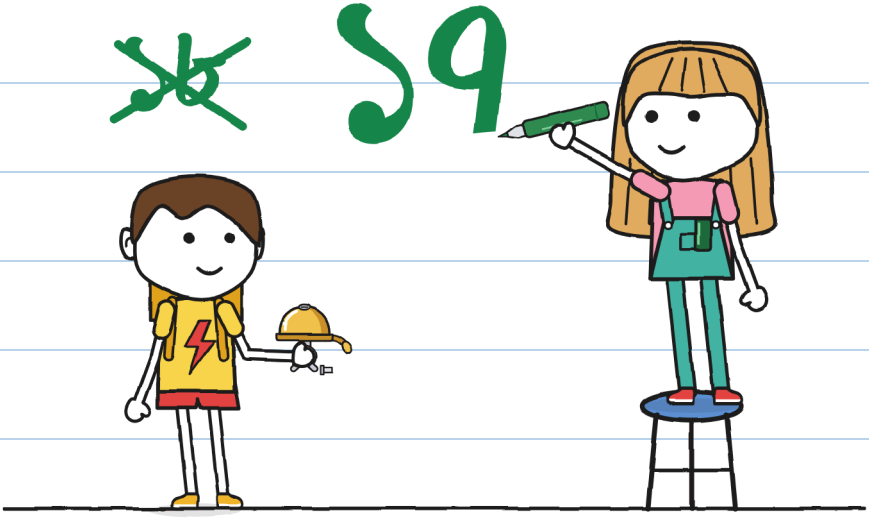
"আমি কি পোস্টারটা বদলাতে পারি?"

হুলিতা তোনিওকে জিজ্ঞেস করল।

"ঠিক আছে।"

বাকি

~~১৮~~ ১৭



আমি আগে জিজ্ঞেস করেছি। টুকে রাখো। -হু.

“আর বিজলির বেল?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“ওটা বিজলির। এটা আমার।”



তোনিও ঘণ্টিটা লাগাল। আমি সাইকেলটা ধরে রাখলাম।

টুংটুং।

"ওটা কী বাজছে?" ব্রুনো জিজ্ঞেস করল।

"আমার ঘণ্টি," তোনিও বলল।

আমি ওর কানের দিকে

তাকালাম: লাল কিছু নেই।

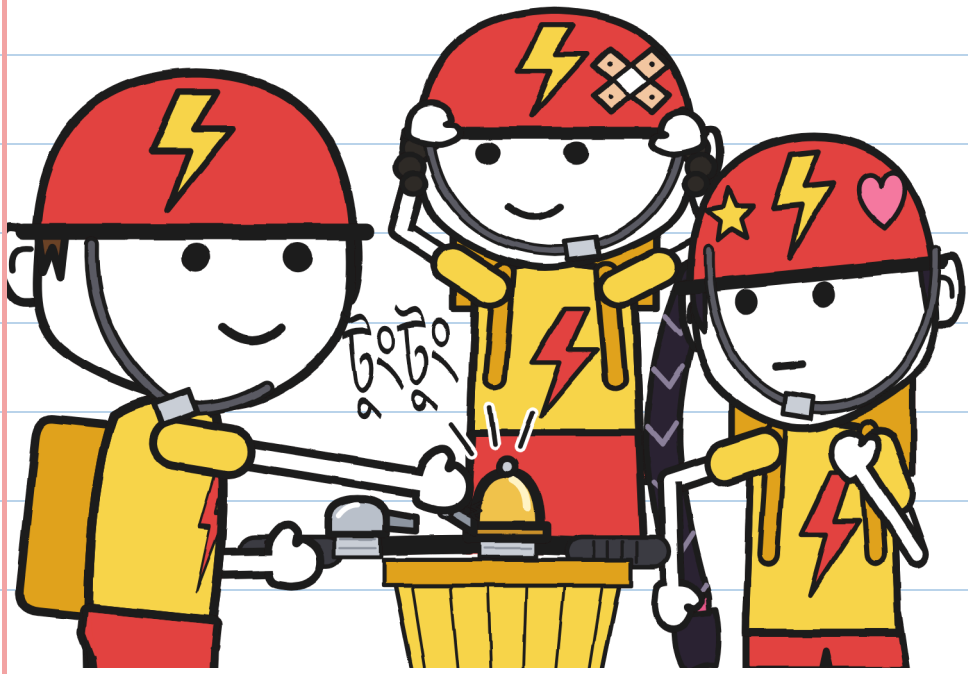




"আমার নাম তোনিও। আর তোমার?"

"ব্রুনো।"

তোনিও ঘণ্টি বাজাল: টুংটুং।
"ভালোই বাজে," জোয়ি বলল।
"আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে, তোনিও।"



ও বলল "তোনিও"। আর কিছু না। -হু.

সেই রাতে খড়খড়ি তুলে রাখলাম।

"আবার নজর রাখছ?" মা বলল।

"আজ নজর রাখছি, যাতে কিছু না ঘটে।"



ঢাকনা খোলা মার্কার। সবুজ বালিশ। -হু.

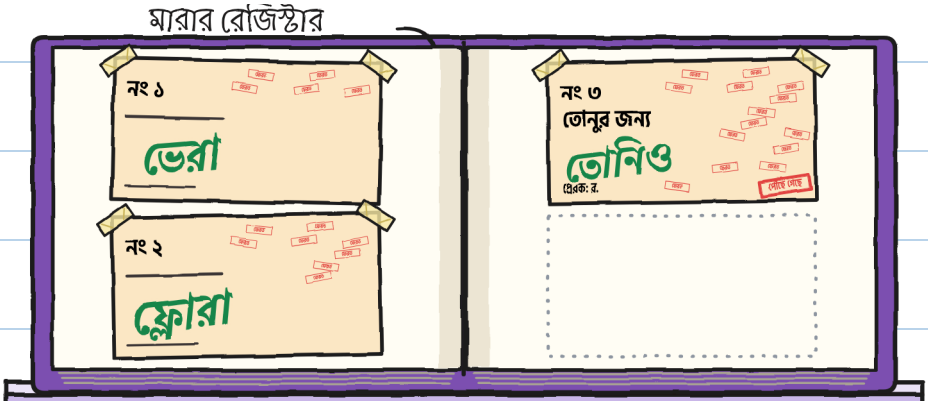
ভোর হলো।
কিছুই বাজল না।
একটা টুংটুংও না।
আমার রাস্তার সবচেয়ে সুন্দর নীরবতা এটা।



অধ্যায় ৬

আপাতত

শনিবার তাকটা আঁকলাম। সতেরোটা পার্সেল। তিনটে ফাঁকা জায়গা। মারা লেবেলটা রেজিস্টারে সেঁটে দিলেন।



তিনটেই দেরিতে পৌঁছেছে। তিনটেই পৌঁছেছে।

শুধু মার্কারটা এগিয়ে দিয়েছি। –হু.

তোনিও নিজের বাক্সে বসল।

"তোমার আসন, আপাতত," মারা বললেন।

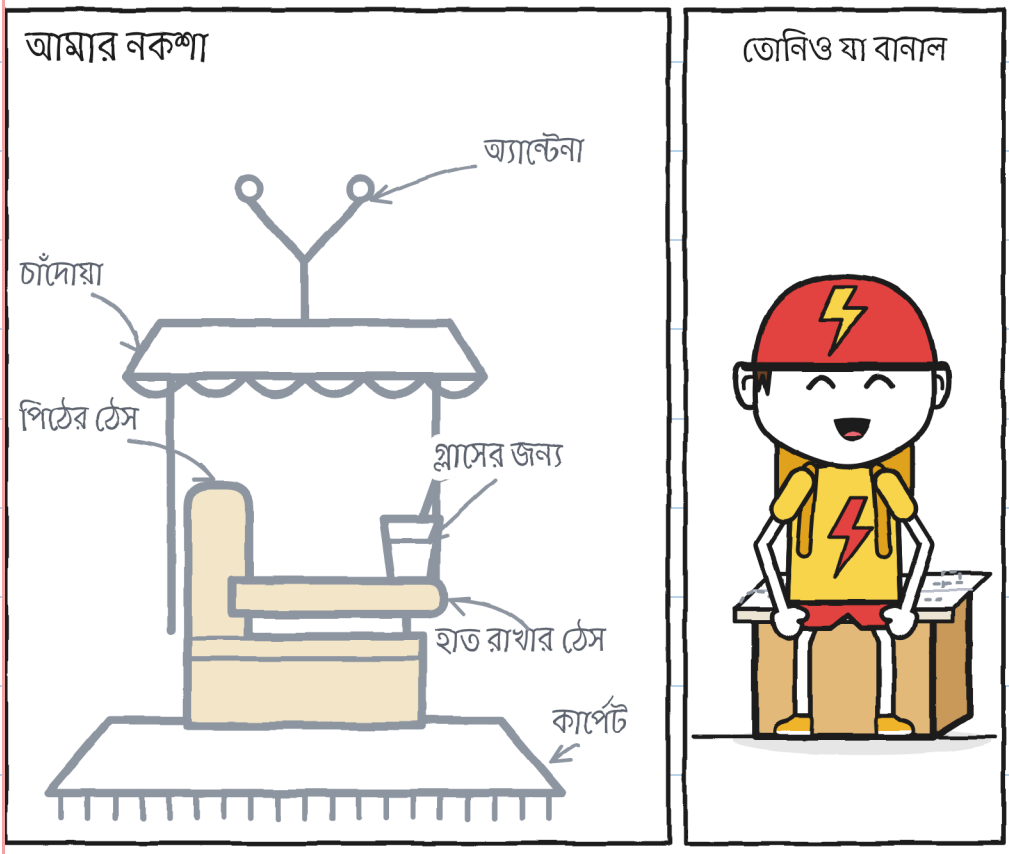
"আপাতত আমার চলবে," তোনিও বলল।

বাকি ১৭



"আপাতত" বছরের পর বছর চলতে পারে। -হু.

আমি তোনিওকে আসনের নকশা দেখালাম। পুরো সপ্তাহ লেগেছে।



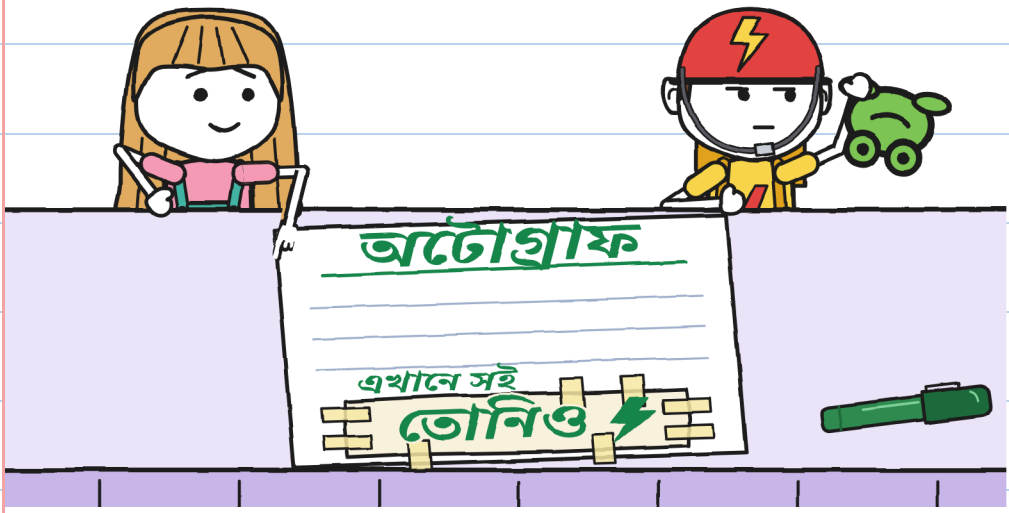
"এটা আমাকে দেবে?"
ভাঁজ করে তার ওপর বসে পড়ল।

"আমি ধরে রাখি," আমি বললাম।
"আমি পারব," তোনিও বলল।
আমি স্ক্রুটার দিকে তাকিয়ে ছিলাম।



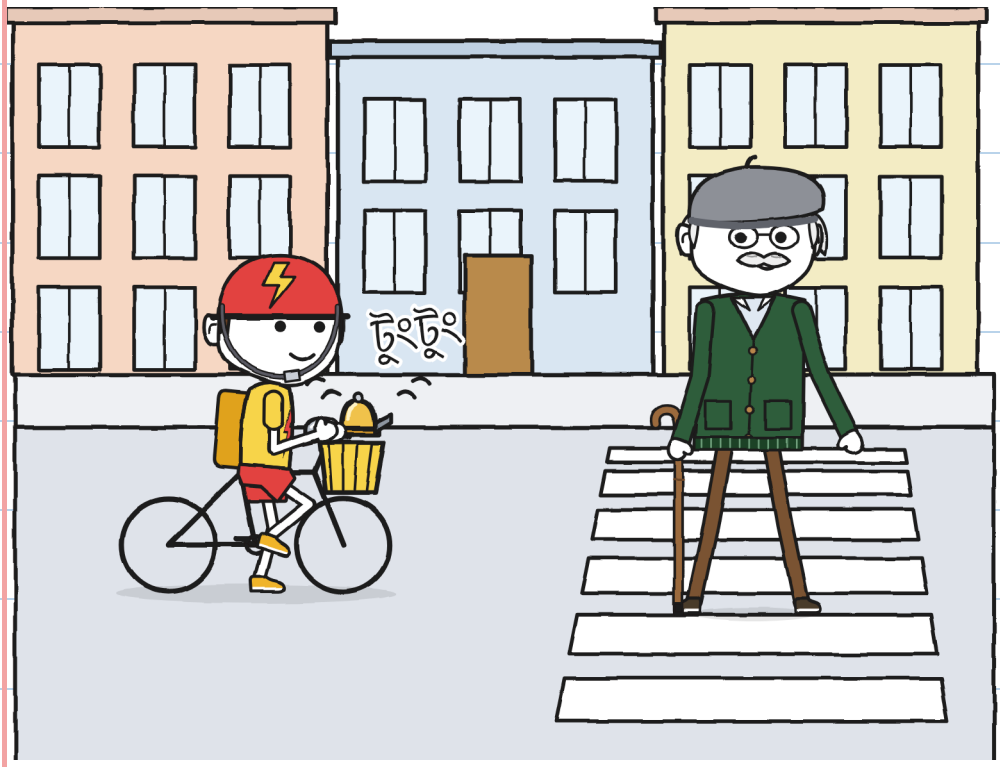
হুলিতা অটোগ্রাফের কাগজটা বের করল।

"আমাকে একটা সত্যিকারের অটোগ্রাফ দেবে?"
তোনিও কাগজের নিচে দেখল।
"ঠিক আছে।"



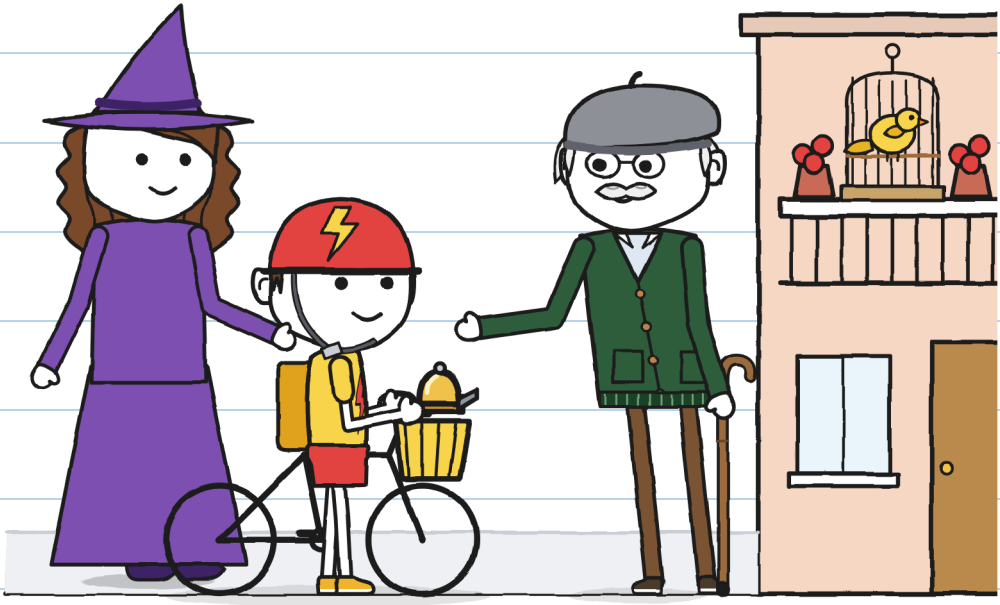
আমার প্রাপ্য। -হু.

টুপি পরা এক ভদ্রলোক আস্তে
আস্তে রাস্তা পার হচ্ছিলেন।
তোনিও থামল, অপেক্ষা করল।
টুংটুং।



ভদ্রলোক লাঠি তুলে অভিবাদন জানালেন।

"উনি দন আন্তোনিও, দ্বিতীয়
তোনু," মারা বললেন।
"নাম অদলবদল করবে?"
ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন।
"আপাতত না।"



আগেই ছয়টা সূত্র ছিল।
আমরা দুটো যোগ করলাম।

আমরা যা জানি

?

র.



১–৬ (খাতা ২)

৭. তোনিওকে চিনত।

৮. ঘণ্টি: বছর লাগল।

বাকি: একটা কৈফিয়ত।

"ওকে ধন্যবাদ দেবে?" হুলিতা জিজ্ঞেস করল।
"ধন্যবাদ আর অভিযোগ। দুটোই।"

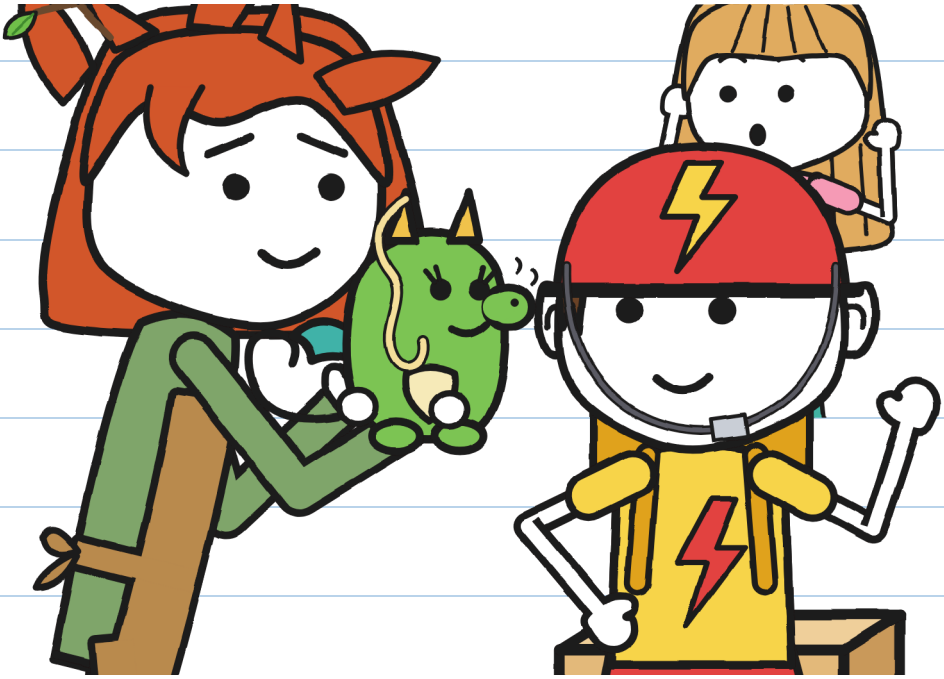
একটায় ভেরা টুকরোকে নিয়ে ঢুকলেন।
"টুকরোর একটা নিরাপদ জায়গা দরকার।"



টুকরো আমার "আমি করিনি" মুখটা করল।

হুবহু তোমার মুখ। নুডলসমেত। -হু.

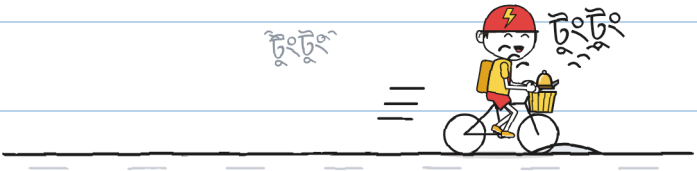
"আপনার কি কাউকে তাড়াতাড়ি
দরকার?" তোনিও জিজ্ঞেস করল।
"অপেক্ষা করতে জানতে হয়," ভেরা বললেন।
"আমি জানি।"



আমিও অপেক্ষা করতে জানি। এবার কি? -হু.

ডেলিভারি নং ৩ । কার কতক্ষণ লাগল:

	বিজলি: দশ মিনিট ।
	র.: বছরের পর বছর ।
	তোনিও: ছয় দিন ।
	হুলিতা: এগারো মিনিট ।

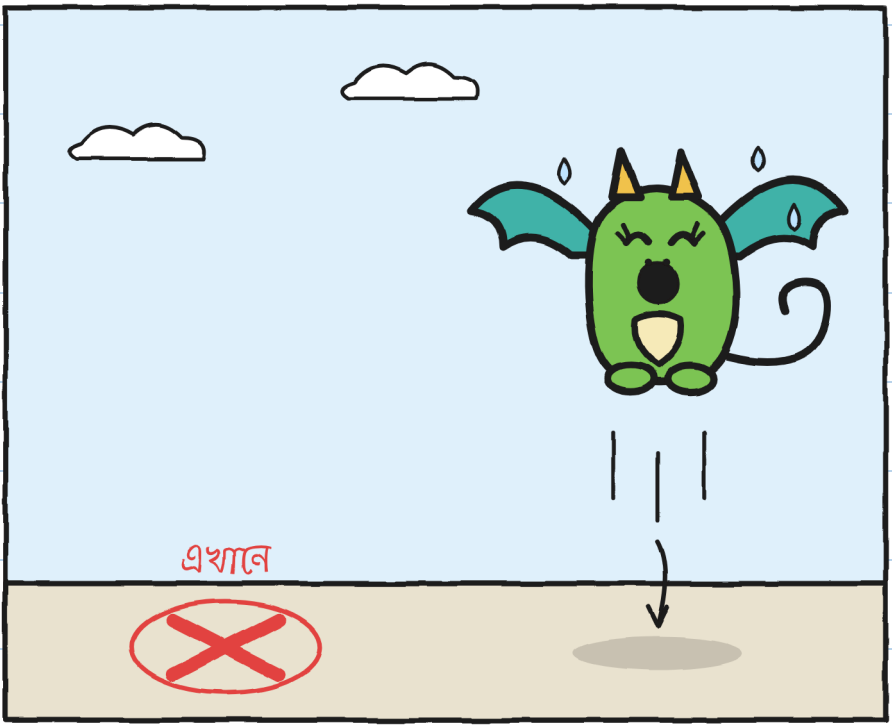


তোনিও ডেলিভারিতে
বেরোল । একটা টুংটুং বাজল ।
এবার ঘণ্টিটা সে বাজাচ্ছিল ।

আমি এখনও নিজে নিজেই বাজি । -হু.

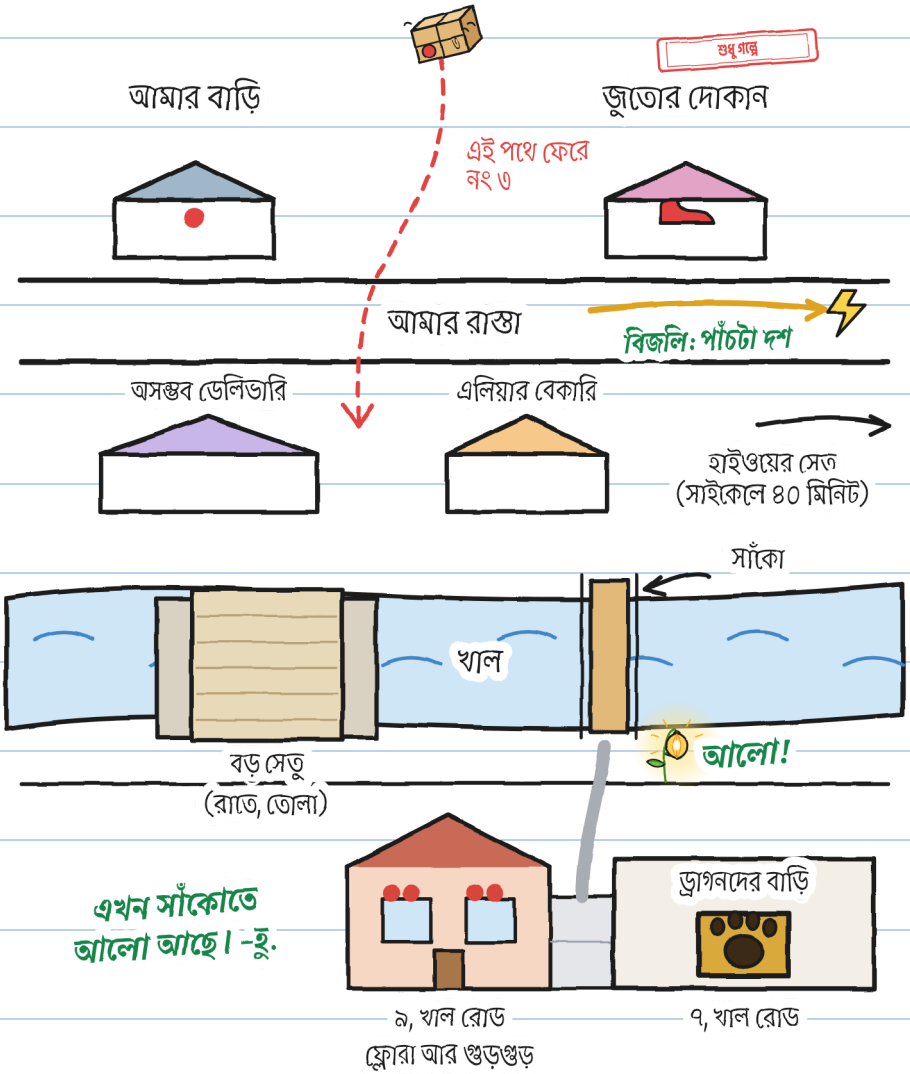
অসম্ভব ডেলিভারি · ৪

(খুব শিগগিরই)



টুকরো কোথায় নামে? -হু.

পাড়া (ভার্সন ৩)


শুধু গল্পে
আমার বাড়ি
জুতোর দোকান
এই পথে ফেরে
নং ৩
আমার রাস্তা
বিজলি: পাঁচটা দশ
অসম্ভব ডেলিভারি
এলিয়ার বেকারি
হাইওয়ের সেতু
(সাইকেলে ৪০ মিনিট)
সাঁকো
খাল
আলো!
বড় সেতু
(রাতে, তোলা)
এখন সাঁকোতে
আলো আছে। -হু.
ড্রাগনদের বাড়ি
৯, খাল রোড
ফ্লোরা আর গুড়গুড়
৭, খাল রোড

আর তুমি, তোমার নাম কী?

তোনিওকে তোনু বলে ডাকত। এখন
সে নিজের নাম বেছে নেয়। আর তুমি?

আমাকে এই নামে ডাকো...

আমাকে এই নামেও ডাকে...

এই নামে ডেকো না...

আমি হুলিতা। সই করলে "হু."। -হু.

একটা গল্প, ছয় সাইজ

সাইজ ছয়টা, ৩ থেকে ১৬ বছরের জন্য, আর ভাষা ২০টিরও বেশি।

সাইজ XXS · PRE-A1
মারা আর তোনিও হাসে। লাল সাইকেলটা দেখছ?

সাইজ XS · A1
মারা প্রায় হেসে ফেললেন। তোনিওও হাসল। শনিবার থেকে ওকে হাসতে দেখিনি।

সাইজ S · A2
মারা একটা আওয়াজ করলেন, প্রায় হাসির মতো। তোনিওও হাসল। শনিবার থেকে ওকে হাসতে দেখিনি।

সাইজ M · B1
মারা একটা আওয়াজ করলেন। হাসির মতো শোনাল। তোনিওও হাসল। শনিবারের পর থেকে ওকে আর হাসতে দেখিনি।

সাইজ L · B2
মারা এমন একটা আওয়াজ করলেন, যা অন্য কারও মুখে হলে হাসি হতো। তোনিওও হাসল। শনিবারের পর থেকে ওকে আর হাসতে দেখিনি।

সাইজ XL · B2–C1
সচিত্র উপন্যাস · ১৩+
CEFR অনুসারে স্তরগুলো আনুমানিক।

টুংটাং একই। –হু.

পরিবার ও শিক্ষকদের জন্য
linguaula.com-এ প্রতিটা অধ্যায় নিয়ে কাজ করো

সত্যিকারের সাইকেল: কী করতে হবে

১. সবসময় হেলমেট পরো, আর ঠিকমতো আটকে নাও। "এই তো পাশেই" যাওয়ার সময়ও।

২. যাতে লোকে তোমাকে দেখতে আর শুনতে পায়: আলো, হালকা রঙের জামা আর বেল। বেল সতর্ক করে; হুকুম দেয় না।

৩. দুই হাতই হ্যান্ডেলে রাখো। কিছু তোমার মনোযোগ কেড়ে নিলে নিরাপদ জায়গায় থামো।

৪. ফুটপাত তার, যে হেঁটে চলে: সেখানে সাইকেল হাতে ধরে হাঁটো। রাস্তা পার হওয়ার আগে থামো আর দেখো।

"শুধু গল্পে" সিলমোহর বোঝায়, কী গল্পে ঘটে, আর রাস্তায় ঘটে না।

সাইকেল দেখে নাও

